যায়যায়দিন

তারিখ 20 JUL 2009
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সব কক্ষে তালা ঝুলিয়েছে ছাত্রলীগ

কুষ্টিয়া সংবাদদাতা

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সব কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। রোববার সকালে কলেজ শুরু হওয়ার পরপরই ছাত্রলীগের কয়েকশ সশস্ত্র ক্যাডার ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে সব কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

সূত্র জানায়, শনিবার রাত থেকে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাদের হুসাইন চৌধুরীকে অবরোধ করে রাখে। কলেজে শতাধিক পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে।

জানা যায়, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় ১৫০টি করে মোট ৪৫০টি আসন ছিল। কলেজ প্রশাসনের অনুরোধে বোর্ড এবার কলেজটিতে বিজ্ঞান শাখায় ৩৫০ জন এবং মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় ৩০০ জন করে শিক্ষার্থীকে ভর্তির অনুমতি দেয়। এ আসন নিয়েই ভর্তি বাণিজ্যে মেতে ওঠেন ছাত্রলীগসহ কলেজের উপাধ্যক্ষ হাসানুজ্জামান, পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক লাল মহম্মদ, গণিত বিভাগের শিক্ষক আবুল কালাম সাজ্জাদসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক। ভর্তি বাণিজ্যে অংশ নেয়া শিক্ষক ও ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে নিলেও সুশীল সমাজের চাপে ভর্তি করতে ব্যর্থ হয়। রোববার পর্যন্ত বিজ্ঞান শাখায় ৫১টি, মানবিক শাখায় ৫২টি ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ৪১টি আসন শূন্য ছিল। এ আসনগুলোতে ছাত্রলীগ নিজেদের পছন্দের শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানোর জন্য সকাল থেকেই তৎপরতা শুরু করে। এর পেছনে ভর্তি বাণিজ্যে অংশ নেয়া শিক্ষকদের ইন্ধন রয়েছে বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের একাধিক কর্মী। তারা জানান, অধ্যক্ষ তাদের সিটের ভাগ দিতে আগ্রহী। কিন্তু শহরের নাগরিক কমিটি এবং ভর্তি কমিটির কয়েকজন সুষ্ঠুভাবে ভর্তি করানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। দলীয় সিটের দাবিতেই ছাত্রলীগ কলেজের সব কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাদের হুসাইন চৌধুরী তাকে অবরোধ করে রাখার বিষয়টি অস্বীকার করেন। ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে কোনো শিক্ষক জড়িত কি না- এ প্রশ্নের জবাব তিনি কৌশলে এড়িয়ে যান।